অথবা,

উত্তর॥ ভূমিকা : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৮-৯৪] এক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব। বাংলা উপন্যাসের শিল্পীত রূপায়ণ প্রথম সংঘটিত হয় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের মননশীল লেখনীর মাধ্যমে। পাশ্চাত্য উপন্যাস ও রোম্যান্সের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি রোম্যান্স আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আঙ্গিকে বাঙালির সুদূরবর্তী ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রোম্যান্স আশ্রয়ী উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন।

রোম্যান্স-এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য : 'রোম্যান্স' শব্দের আভিধানিক অর্থ অত্যাশ্চর্য ঘটনাপূর্ণ গল্পকাহিনি। অর্থাৎ গল্প বলার সময় ঘটনার মধ্যে চিত্তাকর্ষক অথচ অবাস্তব বিবরণ পেশ করা। রোম্যান্সমূলক কাহিনির বড় বৈশিষ্ট্য রোমান্সের মধ্যে অতিপ্রাকৃত উপাদান থাকবে, দুঃসাহসিক ও অতিকল্পনা থাকবে, ঘটনাস্থ অনেক দূরে থাকবে সাধারণত যেখানে নির্জনতা রয়েছে। রোম্যান্সের নায়ক হবে দুঃসাহসিক ও অমিয় শক্তির অধিকারী। সাধারণত বীরত্বব্যঞ্জক, কল্পনাপ্রবণ, ইতিহাসআশ্রিত, আকস্মিক, বিস্ময়াবহ, রহস্যময়, ঐন্দ্রজালিক, দূরায়ত প্রভৃতি অনুভূতি আশ্রিত যে বর্ণনাধর্মী সাহিত্যকে রোম্যান্স সাহিত্য বলে। রোম্যান্সের সাধারণ লক্ষণগুলো নিম্নরূপ :

১. ইতিহাস/ অতীতের কাহিনি।
২. দৈবশক্তি বা অতিপ্রাকৃতিক উপাদান বা দৈব নিয়ন্ত্রিত ঘটনা থাকবে।
৩. রহস্যময় দৃঢ় ব্যক্তিত্বশালী মনুষ্য চরিত্র।
৪. কল্পনা।
৫. এমন রহস্যময় চরিত্র বা রহস্যময় ঘটনা থাকবে যা ভয় বা ভীতির সঞ্চার করবে।
৬. প্রাচীন ভগ্নপ্রাসাদ, বিজন প্রদেশ, অরণ্য, দুর্গম পথ, রহস্যময় পত্র।
৭. কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চিত্তাকর্ষক হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের সামান্য উপকরণ নিয়ে উপন্যাসের মধ্যে রোম্যান্সের বিস্ময় গড়ে তুলেছেন। রোম্যান্সের প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "Romance-এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরনের। এটি মানবজীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলোর ওপরই অধিক নির্ভর করে। অন্তরের বীরোচিত বিকাশগুলো মনের উঁচুসুরে বাঁধা ঝংকারগুলো-জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা সমারোহই মুখ্যত রোম্যান্সের বিষয়বস্তু। সেজন্য সূর্যালোকদীপ্ত অতিপরিচিত বর্তমান অপেক্ষা কুহেলিকাচ্ছন্ন, অপরিচিত অতীতের আকাশ-বাতাসের লঘুমেঘখণ্ডের মতো যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কবিত্বময় কল্পনা থাকে রোম্যান্সধর্মী রচনাতে সেগুলো ফুটিয়ে তোলা হয় যত্নসহকারে।" এছাড়া বলা যায় রোম্যান্স সৃষ্টিকারী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান – (ক) ইতিহাস (খ) দৈবইঙ্গিত (গ) কল্পনা। আমরা উপরে বর্ণিত রোম্যান্স-এর আলোকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' [১৮৬৬] সফলতা বিচার করবো।

ইতিহাস : 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাসখানি বাংলা সাহিত্যের একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। এর কাহিনিতে ইতিহাসের আশ্রয় রয়েছে। মোঘল রাজপরিবারের কাহিনি এতে স্থান লাভ করেছে। সেলিম, মেহেরুন্নেসা ঐতিহাসিক চরিত্রের সমন্বয়ে নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, লুৎফুন্নেসা প্রভৃতি চরিত্রের সাহায্যে চমৎকার কাহিনি সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাসকে আশ্রয় করলেও ইতিহাস কাহিনিকে পেছনে ফেলে রোম্যান্সের উৎস আবিষ্কার করেছেন 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে।

দৈবইঙ্গিত : 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাহিনি দৈবইঙ্গিত দ্বারা চালিত হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন দেখা আকাশ পানে অপ্রাকৃত দৃশ্য দর্শন ও অশরীরী বাণী শ্রবণ, দেবতার পদপ্রান্ত হতে বিল্বপত্রের পতন ইত্যাদি ব্যাপারগুলোই কাহিনিকে চালিত করে পরিণাম মুখীতার দিকে নিয়ে গেছে। কপালকুণ্ডলার জীবনের প্রতি অনাসক্তি ও উদাসীন্যের মূলে এই অপ্রাকৃত ঘটনাগুলোর ভূমিকাই প্রধান।

কল্পনা : কপালকুণ্ডলা, নবকুমার এবং মতিবিবি বঙ্কিমের কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্কের সৃষ্টি। তিনি রোম্যান্স সৃষ্টি করতে বিজনবন, নির্জন সমুদ্রোপকূল প্রভৃতি পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন কল্পনার সাহায্যে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কপালকুণ্ডলা সমাজের বাইরে লোকালয়ের বাইরে নির্জন বালুতটে এক ভয়ঙ্কর কাপালিকের আশ্রয়ে প্রতিপালিত। এক অপরিচিত আলো-আঁধারিতে ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীর স্বল্পায়ু জীবনের করুণ কাহিনির কল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র সফল হয়েছেন।

চলো শিখি
choloshekhe.com

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে রোম্যান্সের আতিশয্য প্রবল। প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে লেখকের যে প্রতিভার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল সেই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রথম উপন্যাস হওয়ার কারণে নানা দ্বিধা সংশয় ছিল। কিছুটা ইতিহাস এবং অধিকাংশই কল্পনার ওপর আশ্রয় করায় কাহিনি বিন্যাসে চরিত্রায়ণে জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাস এবং কল্পনার সুষম মিশ্রণ ঘটায় উপন্যাসটি শ্রেষ্ঠ একটি উপন্যাসে পরিণত হয়েছে।

রোম্যান্স জাতীয় উপন্যাসে অতিলৌকিক ঘটনার সমন্বয় ঘটবে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসেও অনেক অতিলৌকিক ঘটনার সমন্বয় ঘটেছে। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো–

স্বপ্ন : 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে রহস্যময় স্বপ্নেব উল্লেখ আছে। কাপালিকের এবং কপালকুণ্ডলা দু'জনের স্বপ্নই ভয়ানক দুঃস্বপ্নময় ইঙ্গিত বহন করেছে। এই স্বপ্নই কপালকুণ্ডলাকে গৃহের জীবন থেকে উৎক্ষিত হতে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে। রহস্যময় স্বপ্নের ইঙ্গিতেই কপালকুণ্ডলা, লুৎফুন্নেসার অনুরোধে নবকুমারকে ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। কাপালিকের কথামত ভৈরবীর পূজায় প্রাণত্যাগ করতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে।

সন্ন্যাসী মহাপুরুষ : 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে রহস্যময় চরিত্র কাপালিক। গ্রন্থে কাপালিকের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, আয়ত মুখমণ্ডল, শ্মশ্রুজটাজুট পরিবেষ্টিত, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। এ কাপালিক অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি। সে ভৈরবীর পূজা করে। ধর্ম সাধনায় সে একনিষ্ঠ। স্বপ্নাদেশ পেয়ে সে কপালকুণ্ডলাকে ভৈরবীর পূজায় বধ করার জন্য সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হন। স্বীয় উদ্দেশ্যের কথা সে অকপটে ব্রাহ্মণবেশধারী এবং নবকুমারের কাছে বলেছেন।

ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ : 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ব্যতিক্রমধর্মী আচরণের মাধ্যমে রোম্যান্স সৃষ্টি করা হয়েছে। নবকুমারের সাথে এক বছর বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করার পরও কপালকুণ্ডলার প্রণয়াসক্তি জন্মে না। এখানেই শকুন্তলা এবং মিরান্ডার সাথে কপালকুণ্ডলার পার্থক্য। মতিবিবির প্রদেয় গহনাগুলো যখন কপালকুণ্ডলা ভিক্ষুককে দিল তখন ভিক্ষুককে দ্রুত স্থানত্যাগ করতে দেখে কপালকুণ্ডলাাকে বলতে শুনি– "ভিক্ষুক দৌড়াইল কেন?" সংসার জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতাই এর কারণ।

রাত্রিকালীন ঘটনা : 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে মোট ৩১টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২২টি অনুচ্ছেদই রাত্রিকালীন ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। রহস্যময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে কাহিনি সংঘটনে রাত্রিকে বেছে নেয়া হয়েছে। নবকুমারের সাথে কপালকুণ্ডলার বিয়ে অতঃপর পলায়ন পথে মতিবিবির সাথে দেখা, ব্রাহ্মণবেশধারীর সাথে দেখা, কাপালিকের সাথে দেখা- গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনাই রাত্রিবেলা ঘটেছে।

রহস্যময় পত্র : রোম্যান্স সৃষ্টির একটি বড় উপাদান রহস্যময় পত্র। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ব্রাহ্মণবেশীর সংক্ষিপ্ত রহস্যময় চিঠিই নবকুমারের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। আর এখান থেকেই নবকুমার আত্মদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। এই চিঠির মাধ্যমেই নবকুমারের সমস্ত মনোজগতে একটি ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটেছিল– যার ফলেই কাপালিকের সাথে কপালকুণ্ডলার হত্যার সিদ্ধান্ত নেন।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে রোম্যান্সের সর্বোচ্চ প্রকাশ : 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে লেখক ইতিহাস ও প্রেমকে যতদূর সম্ভব পেছনে ফেলে রোম্যান্সের একটি উৎসমুখ আবিষ্কার করেছেন। আমাদের শান্ত ধর্মাভিভূত জীবনের ওপর কল্পলোকের আলোকপাতে এটি অসাধারণত্বে উন্নীত হয়েছে। তান্ত্রিক প্রথার ভীষণতা, ধর্মউন্মাদনা আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেছে। বিজন সমুদ্রতীরের অতুলনীয় মহিমা, কাপালিকের নির্মম ধর্ম সাধনা, বনমধ্যে ভগ্নমন্দিরে ব্রাহ্মণবেশধারী ও কাপালিকের পরামর্শ কেবলমাত্র বাহ্য বৈচিত্র্যের উপায়মাত্রে পর্যবসিত হয়নি– কপালকুণ্ডলার চরিত্রের ওপর গভীর অনপনেয় প্রভাব অঙ্কিত করেছে যা রোম্যান্স হিসেবে অতুলনীয়।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে রোম্যান্সের লক্ষণ প্রবল। মানব প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য নিয়তি তাড়িত মানবভাগ্যের নিদারুণ পরিণাম বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যময় গীতিরসোচ্ছ্বাসে সূক্ষ্মমনোস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও নাটকীয় চমৎকারিত্বের দ্বারা বর্ণনা করেছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর মনন, ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা, মনস্তত্ব বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকৃতিধ্যান এর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে– যা একটি সার্থক রোম্যান্সধর্মী উপন্যাস লিখতে প্রয়োজন। সব দিক বিবেচনায় বলা চলে রোম্যান্স উপন্যাস হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা' সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে।

উপসংহার : পরিসমাপ্তিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে রোমান্সের অধিকাংশ লক্ষণ সার্থকতার সাথে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের মেধা ও মননের অভূতপূর্ব সৃষ্টি কপালকুণ্ডলা একটি সার্থক রোমান্সধর্মী উপন্যাস।